[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বেহুলা লক্ষিন্দারের গানে ঝুড়ি থেকে বেড়িয়ে এলো ভয়ংকর গোখরা সাপ

আবহমান বাংলার চিরায়ত বাঙালি সমাজে সাপের খেলা একটি বিনোদনের মাধ্যম ছিল। একই সাথে সাঁপুড়েদের অর্থ উপার্জনও হতো এই সাপ খেলার মাধ্যমে। সাপে কামড়ানো রোগীদের চিকিৎসা, বসবাসের ঘর থেকে সাপ ধরা এবং মনুষা লক্ষিন্দারের গান শুনিয়ে সাপ খেলা দেখানো সাঁপুড়েরা। আধুনীক সভ্যতায় সাপুড়দের আর খুব বেশী দেখা যায়না।

মেহেরপুর পৌর কলেজপাড়া এলাকার ৭৪ বছর বয়সী চেতন আলী সাপুড়ে প্রায় ৪০ বছর ধরে টিকিয়ে রেখেছেন এই সাপের খেলা। এই সাপের খেলা দেখিয়েই চলছে তার পরিবার পরিজনের ভবণ পোষণ।

সোমবার সকালে মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া মোড় এলাকায় সাপের খেলা দেখাচ্ছিলেন। বাদ্যের তালে তালে বেহুলা লক্ষিন্দারের গানে
ঝুড়ি থেকে বেড়িয়ে আসে ভয়ংকর গোখরা সাপ। উপস্থিত দর্শকের করতালি যেনো সাপুড়ে চেতন আলীর খেলা দেখানো চেতনা আরো বাড়িয়ে তোলে। শুরু করেন গানের সাথে সাপের খেলা। মন্ত্র আর মনোমুগ্ধকর সাপ খেলা দর্শকদের মনকে আনন্দে ভরিয়ে তোলে।

খেলা দেখানো শেষ হলে তার সাথে কথা হয়। তিনি বলেন, এটা আমার বাপ দাদার পৈত্রিক পেশা। আমার আগে আমার বাবা তার আগে তার বাবা সকলেই সাপ খেলা দেখিয়ে জীবন ধারণ করতেন।আগে আয় রোজগার ভালই হতো। সারাদিন খেলা দেখিয়ে ১৫/১৬ কেজি চাল পেতাম। সাথে কিছু টাকা পয়সা পাওয়া যেতো। আজকাল আর সেভাবে টাকা পয়সা পাওয়া যায়না। বছরের তিন চার মাস সাপের খেলা দেখাই। বাকিটা সময় অন্যান্য কাজ করে কোনো মতে আয় রোজগার করি। সাপের খেলা দেখিয়ে প্রতি দিন ৩/৪ শ টাকা ইনকাম হয়। এর মধ্যে সাপকে খেতে দিতে হয়। তাদের ডিম, কবুতরের বাচ্ছা, ইদুরসহ অন্যান্য খাবার দিতে হয়। সাপের খেলা দেখাতে গিয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি পর্যন্ত থাকে। সাপেদের নিয়মিত দাঁত ভেঙ্গে দিতে হয়। যে কোনো সময় দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও থাকে। তবুও এদের প্রতি এক ধরণের মায়াও কাজ করে।

সাকিবের বিতর্কিত আউট নিয়ে যা বললেন শাদাব খান

বাংলাদেশকে ৫ উইকেটে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান। তবে এই ম্যাচের ফলকে ছাপিয়ে বিশ্বজুড়ে এখন আলোচনায় সাকিব আল হাসানের আউট, যা নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে।

বাংলাদেশ ইনিংসের ১১তম ওভারে সাকিবের উইকেটটি পান পাকিস্তানের লেগস্পিনার শাদাব খান। এর পর বাংলাদেশের ইনিংস তাসের ঘরের ন্যায় ভেঙে পড়লে বড় সংগ্রহ পাননি টাইগাররা।

বাংলাদেশি সমর্থকদের অভিযোগ— তৃতীয় আম্পায়ার ল্যাংটন রুসেরের ‘ভুল সিদ্ধান্তে’র জন্যই কপাল পুড়ল বাংলাদেশের। নয়তো ম্যাচের ফল অন্যরকম হতে পারত। সেমিতেও উঠে যেতে পারতেন টাইগাররা।

এই আবহে বিতর্কিত সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কী বলছেন সাকিবের উইকেট পাওয়া স্পিনার শাদাব খান?

রোববার ইনিংসের মাঝেই শাদাব খান বলেন, ‘আম্পায়াররা আউট দিয়েছেন, তাই ওটা আউট (সাকিবের সিদ্ধান্ত)। বোলাররা তাদের কাজ করেছে। কন্ডিশন কাজে লাগিয়ে বোলাররা বল করেছে। সাকিবের বেলায় আম্পায়ার আউট দিয়েছে, অর্থাৎ এটি আউট ছিল।’

এদিকে শাদাব সেটিকে আউট বলে মেনে নিলেও প্রায় সব ক্রিকেটবোদ্ধা এবং বিশেষজ্ঞেরই মত— সাকিব আউট ছিলেন না। ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় সাবেক ভারতীয় তারকা রবি শাস্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘ব্যাটের সঙ্গে মাটির কোনো যোগ নেই। রিপ্লেতে তা স্পষ্ট। ব্যাটে বল লাগার কারণেই স্নিকোমিটারে স্পাইক দেখা গিয়েছিল।’

সাবেক অসি তারকা অ্যাডাম গিলক্রিস্টও এ আউট নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

সাকিব আউট হননি স্বীকার করেছেন খোদ পাকিস্তানের সাবেক তারকা ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনিস ও মিসবাহ-উল-হক।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ইনিংসের ১১তম ওভারের চতুর্থ বলে আউট হন সৌম্য সরকার। ক্রিজে নামেন সাকিব আল হাসান। প্রথম বলেই শাদাবকে স্টেপ আউট করেন সাকিব। বল পায়ে লাগে। আম্পায়ার অ্যাড্রিয়ান হোল্ডস্টক আঙুল উঁচিয়ে তোলেন। আম্পায়ারকে হাত তুলতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে সাকিব রিভিউ নেন।

এ সময় পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে মাথা নাড়িয়ে কথা বলতে দেখা যায় সাকিবকে। তিনি দাবি করেন, বল আগে তার ব্যাটে লেগেছে। রিপ্লেতেও স্পষ্ট যে, স্পাইট দেখা যাচ্ছে তা ব্যাটে বল ছোঁয়ার। কিন্তু থার্ড আম্পায়ার ল্যাংটন রুসেরে আউট দেন সাকিবকে।

বাংলাদেশের স্বপ্ন ভেঙ্গে সেমিতে পাকিস্তান

টি-২০ বিশ্বকাপের অঘোষিত কোয়াটার ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। এই হারে সেমিফাইনালের স্বপ্ন শেষ বাংলাদেশের। অন্যদিকে বাংলাদেশের বিপক্ষে জয়ে গ্রুপ-২ থেকে সেমিফাইনালে পা রাখলো পাকিস্তান। অ্যাডিলেড ওভালে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ।

১২৮ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ওভারের তৃতীয় বলে উইকেটের পেছেনে ক্যাচ দিয়েছিলেন পাকিস্তানের ওপেনার মোহাম্মদ রিজওয়ান। তবে তাসকিনের ভাগ্য খারাপ। তার বলে ক্যাচ মিস করেন উইকেটরক্ষক নূরুল হাসান সোহান। জীবন পেয়ে পরের বলেই ছক্কা হাকান রিজওয়ান। পরের বল ডট করেন তাসকিন। ৬ রান দিয়ে ওভার শেষ করেন তাসকিন।

ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে বোলিংয়ে আসেন স্পিনার নাসুম আহমেদ। এই ওভারে পাঁচ রান দেন নাসুম। তৃতীয় ওভারে ফের বোলিংয়ে আসেন পেসার তাসকিন আহমেদ। প্রথম তিন বল ডট করার পর চতুর্থ বলে তাকে চার মারেন বাবর আজম। পরের শেষ দুই বল ডট দিয়ে ওভার শেষ করেন তাসকিন। প্রথম ৩ ওভার শেষে কোন উইকেট না হারিয়ে ১৫ রান সংগ্রহ করে পাকিস্তান।

ইনিংসের চতুর্থ ওভারে বোলিংয়ে আসেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। ওভারের চতুর্থ ও পঞ্চম বলে পর পর দুটি চার মারেন রিজওয়ান। শেষ বলে এক রান দিয়ে ওভার শেষ করেন সাকিব।

পঞ্চম ওভারে বোলিংয়ে আসেন মোস্তাফিজুর রহমান। এই ওভারে ৭ রান দেন তিনি। এরপর ইনিংসের ছষ্ঠ ওভারে বোলিংয়ে আসেন স্পিনার নাসুম আহমেদ। প্রথম বলে ১ রান দেওয়ার পর পরের চার বল ডট দেন। আর শেষ বলে এক রান দিয়ে ওভার শেষ করেন নাসুম।

ইনিংসের সপ্তম ওভারে তিন রান দেন মোস্তাফিজ। এরপর ইনিংসের অষ্টম ওভারে আবারও বোলিংয়ে আসেন নাসুম আহমেদ। এই ওভারে শেষ চার বলে চার সিঙ্গেল নেন পাকিস্তানের দুই ওপেনার।

ইনিংসের নবম ওভারে ম্যাচে প্রথমবারের মতো বোলিংয়ে আসেন পেসার এবাদত হোসেন। এই ওভারে ৬ রান দেন তিনি। এবাদতের পর দশম ওভারে নিজের দ্বিতীয় ওভার করতে বোলিংয়ে আসেন সাকিব। ওভারের চতুর্থ বলে চার মারেন রিজওয়ান। শেষ পর্যন্ত ১০ ওভার শেষে কোন উইকেট না হারিয়ে ৫৬ রান সংগ্রহ করে পাকিস্তান।

ইনিংসের ১১ তম তৃতীয় বলে নাসুমকে সুইপ করতে গিয়ে টপ এডজ হয়ে মোস্তাফিজের হাতে ধরা পড়ে বাবর আজম। দলীয় ৫৭ রানে ৩৩ বলে ২৫ রান করে আউট হন বাবর আজম। এরপর ইনিংসের ১২ তম ওভারে বল করতে এসে ওভারের দ্বিতীয় বলেই রিজওয়ানকে সাজঘজরে ফেরান পেসার এবাদত হোসেন। দলীয় ৬১ রানে ৩২ বলে ৩২ রান করে আউট হন রিজওয়ান। ১২ ওভার শেষে ২ উইকেট হারিয়ে ৬৮ রান সংগ্রহ করে পাকিস্তান।

ইনিংসের ১৩ তম ওভারে বোলিংয়ে এসে ৭ রান দেন মোস্তাফিজ। তার পর আবারও বোলিংয়ে আসেন পেসার এবাদত। ওভারের প্রথম বলেই চার মারেন মোহাম্মদ হারিস। পরের বলে সিঙ্গেল নিয়ে নেওয়াজকে স্ট্রাইক দেন তিনি। পরের বলে সিঙ্গেল নিলে আবারও স্ট্রাইক পান হারিস। পরের বলে ছক্কা হাঁকান হারিস। এই ওভারে ১৩ রান তুলে নেন পাকিস্তানের দুই ব্যাটার।

ইনিংসের ১৫ তম ওভারে বোলিংয়ে আসেন সাকিব। এই ওভারের চতুর্থ বলে ভুল বুঝাবুঝিতে রান আউট হন নেওয়াজ। দলীয় ৯২ রানে ১১ বলে ৪ রান করে আউট হন তিনি। ১৫ ওভার শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে ৯৪ রান সংগ্রহ করে পাকিস্তান। জয়ের জন্য ৩০ বলে পাকিস্তানের প্রয়োজন ৩৪ রান।

ইনিংসের ১৬ তম ওভারে আবারও বোলিংয়ে আসেন পেসার তাসকিন আহমেদ।

ওভারের তৃতীয় বলে নো বল করেন তিনি। ফ্রি হিটে ছক্কা হাঁকান মোহাম্মদ হারিস। এই ওভারে ১৬ রান দেন তাসকিন।

শেষ চার ওভারে ১৮ রান প্রয়োজন হয় পাকিস্তানের। ১৭ তম ওভারে বোলিংয়ে এসে প্রথম বলেই চার রান দেন সাকিব। ওভারের পঞ্চম বলে মোহাম্মদ হারিসকে আউট করেন সাকিব। দলীয় ১২১ রানে ১৮ বলে ৩১ রান করে আউট হন হারিস।

শেষ ৩ ওভারে ৭ রান প্রয়োজন হয় পাকিস্তানের। ৫ রান নিয়ে ওভারের শেষ বলে মোস্তাফিজের স্লোয়ারে ক্যাচ দিয়ে আউট হন ইফতিখার আহমেদ। ৩ বলে ১ রান করে আউট হন তিনি।

শেষ দুই ওভারে জয়ের জন্য দুই রান প্রয়োজন হয় পাকিস্তানের। ইনিংসের ১৯ তম ওভারে এবাদতের করা প্রথম বল থেকে ২ রান নিয়ে পাকিস্তানের জয় নিশ্চিত করেন শান মাসুদ। ১৪ বলে ২৪ রান করে অপরাজিত থাকেন শান মাসুদ। এই জয়ের ফলে গ্রুপ-২ থেকে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করলো ভারত ও পাকিস্তান।

লঙ্কানদের হারিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে বিদায় করে শেষ চারে ইংল্যান্ড

টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভে নিজেদের পঞ্চম শ্রীলঙ্কাকে ৪ উইকেটে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করলো ইংল্যান্ড। সেই সঙ্গে সুপার টুয়েলভ থেকে বিদায় নিল স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া। শনিবার (৫ অক্টোবর) সেমিফাইনালে উঠার লড়াইয়ে সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টস হেরে বল করতে নামে ইংল্যান্ড। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪১ রান সংগ্রহ করে লঙ্কানরা।

১৪২ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং করতে থাকে দুই ইংলিশ ওপেনার জস বাটলার ও অ্যালেক্স হেলস। দুজন মিলে উদ্বোধনী জুটিতে তুলেন ৭৫ রান। ইনিংসের অষ্টম ওভারের

দ্বিতীয় বলে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে উড়িয়ে মারতে গিয়ে মিড উইকেটে চামিকা কুরুণারত্নের হাতে ধরা পড়েন। ২৩ বলে ২৮ রান করে আউট হন জশ বাটলার।

বাটলারের বিদায়ের পর পরই আউট হন আরেক ওপেনার আলেক্স হেলস। ইনিংসের দশম ওভারে দলীয় ৮২ রানে ৩০ বলে ৪৭ রান করে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার দ্বিতীয় শিকার হন তিনি। হেলসের বিদায়ের পর ক্রিজে আসেন হ্যারি ব্রুক। তবে ক্রিজে টিকতে পারেননি বেশিক্ষণ। দলীয় ৯৩ রানে স্পিনার ধনঞ্জয়া ডি সিলভার বলে তাকেই ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফিরে যান হ্যারি ব্রুক। ৫ বলে মাত্র ৪ রান করে আউট হন তিনি।

হ্যারি ব্রুকের আউটের পর দ্রুতই আরো দুই উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। দলীয় ১০৬ ও ১১১ রানে আউট হন লিয়াম লিভিংস্টোন ও মঈন আলি। দলীয় ১১১ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে এসময় কিছুটা চাপে পড়ে যায় ইংল্যান্ড। তবে বেন স্টোকসের ব্যাটে ভর করে জয়ের পথেই থাকে ইংল্যান্ড।

দলীয় ১২৯ রানে স্যাম কারানের উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। তবে স্টোকসের হার না মানা ৩৬ বলে ৪২ রানের ইনিংসে ভর করে ২ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটের জয় পায় ইংল্যান্ড। লঙ্কানদের পক্ষে লাহিরু কুমারা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও ধনঞ্জয়া ডি সিলভা নেন ২টি করে উইকেট।

এই জয়ের ফলে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে বিদায় করে শেষ চারে জায়গা করে নিলো ইংল্যান্ড। গ্রুপ-১ থেকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে নিউজিল্যান্ড।

পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ

বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভে দুটি গ্রুপেই জমজমাট লড়াই হচ্ছে। তবে বি-গ্রুপ থেকে কারা সেমিফাইনালে যাচ্ছে, সেটা জানতে গ্রুপের শেষ ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে। যে কোনো কিছুই হতে পারে। বাংলাদেশের জয় এবং আরেক ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা হারলেই সেমি

নিশ্চিত টাইগারদের।

সমীকরণটা যেভাবে বলা যাচ্ছে মেলানোটা তার চেয়ে অনেক কঠিন। ভারতের বিপক্ষে হারের হতাশা কাটিয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। নিজেদের চাঙ্গা করতে শুক্রবার রোলটন ওভালে পুরোদমে অনুশীলন করেছে টাইগাররা। অনুশীলন ছিল প্রাণবন্ত।

তবে দেখা যায়নি দলের সেরা ব্যাটার লিটন দাসকে। সূত্র জানিয়েছে, ভারতের বিপক্ষে ২৭ বলে তার ৬০ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলার পথে হ্যামস্ট্রিংয়ে পুরোনো চোটের জায়গায় আবার চোট পান লিটন।

যে কারণে বিশ্রামে রয়েছেন তিনি। তবে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের আগেই চোট সেরে উঠবেন বলে আশাবাদী বিসিবির প্রধান চিকিৎসক দেবাশিস চৌধুরী।

তিনি বললেন, ‘পাকিস্তান ম্যাচের আগে হাতে সময় আছে। আমরা শনিবার তার পরীক্ষা করে দেখব। আশা করি, কোনো সমস্যা হবে না।’

অর্থাৎ শেষ ম্যাচে খেলছেন লিটন। লিটনের মতো অবধারিতভাবেই একাদশে থাকছেন দলের সেরা পেসার তাসকিন আহমেদ। তার সঙ্গী তরুণ পেসার হাসান মাহমুদ ও মোস্তাফিজুর রহমান থাকছেন।

আর ওপেনিংয়ে সৌম্য সরকার ও নাজমুল হাসান শান্তর বিকল্প ভাবা যাচ্ছে না এ মুহূর্তে। টপঅর্ডারে অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের পর মিডলঅর্ডার সামলাতে রয়েছেন আফিফ হোসেন ধ্রুব ও মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত।

অফফর্মে থাকায় ব্যাটার ইয়াসির আলি রাব্বির জায়গায় স্পিন-অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজকে খেলানোর সম্ভাবনাই বেশি।

এক কথায় ভারতের বিপক্ষে খেলা একাদশে একটিমাত্র পরিবর্তন আসতে পারে শেষ ম্যাচে।

আগামীকাল সোমবার বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টায় এডিলেড ওভালে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

একনজরে বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ:

নাজমুল হোসেন শান্ত, সৌম্য সরকার, লিটন দাস, সাকিব আল হাসান, আফিফ হোসেন ধ্রুব, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, নুরুল হাসান সোহান

(উইকেট কিপার), মেহেদী হাসান মিরাজ, তাসকিন আহমেদ, হাসান মাহমুদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।

মার্শ-ম্যাক্সওয়েলের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার ১৬৮

শুরুতে ঝড় তুললেন মিচেল মার্শ। এরপর দুর্দান্ত ব্যাট করলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।

এ দুজনের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের পরও বিশাল সংগ্রহ পেল না অস্ট্রেলিয়া। কারণ শেষ ৫ ওভারে এসেছ মাত্র ৩৫ রান। আর এই রান তুলতেই ৪ উইকেট হারিয়েছে অসিরা।

নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬৮ রান তুলতে পেরেছে অস্ট্রেলিয়া। জিততে হলে আফগানিস্তানকে করতে হবে ১৬৯।

অ্যাডিলেড ওভালে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামে অস্ট্রেলিয়া। ডেভিড ওয়ার্নার ১৮ বলে করেন ২৫ রান। পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে ৫২ রান উঠলেও ৩ উইকেট হারিয়ে বসে অসিরা।

দারুণ খেলছিলেন মিচেল মার্শ। কিন্তু ৩০ বলে ৪৫ করার পর তিনিও আউট হয়ে যান। ৮৬ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে অস্ট্রেলিয়া।

স্টয়নিস আর ম্যাক্সওয়েল যোগ করেন ২৯ বলে ৫৩ রান। ২১ বলে ২৫ করে স্টয়নিস রশিদ খানের শিকার হন। ম্যাক্সওয়েল ইনিংসের শেষ পর্যন্ত খেলে গেছেন। ৩২ বলে ৬ চার আর ২ ছক্কায় ৫৪ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি।

নাভিন উল হক ৪ ওভারে ২১ রান দিয়ে নেন ৩ উইকেট। ডেথে এই পেসার ২ ওভারে মাত্র ৬ রান দিয়ে অসিদের আটকে রাখেন। ২ উইকেট শিকার করেন ফজলহক ফারুকি।

[redacted]

[redacted]

প্রোটিয়াদের হারিয়ে টিকে থাকলো পাকিস্তান

টি-২০ বিশ্বকাপে বাঁচা মরার লড়াইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বৃষ্টি আইনে ৩৩ রানে হারিয়েছে পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার (৩ নভেম্বর) সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম। প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৮৫ রান সংগ্রহ করে পাকিস্তান।

১৮৬ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম ওভারের শেষ বলে দলীয় ১ রানে ৫ বল খেলে রানের খাতা না খুলেই আউট হন কুইন্টন ডি কক। ককের বিদায়ের পর ক্রিজে আসেন রাইলি রুশো। তবে তিনিও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। দলীয় ১৬ রানে ৬ বলে ৭ রান করে আউট হন রুশো।

এরপর তৃতীয় উইকেট জুটিতে এইডেন মার্করামকে সঙ্গে নিয়ে ৪৯ রানের জুটি গড়ে শুরুর চাপ সামাল দেন প্রোটিয়া অধিনায়ক বাভুমা। তবে, ইনিংসের অষ্টম ওভারের প্রথম বলে আবারও উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। দলীয় ৬৫ রানে ১৯ বলে ৩৬ রান করে শাদাব খানের বলে রিজওয়ানকে ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফিরে যান তিনি।

একই ওভারের তৃতীয় বলে এইডেন মার্করামকে বোল্ড করে আবারও প্রোটিয়াদের চাপে ফেলে দেন শাদাব খান। ব্যাট হাতে তান্ডব চালানোর পর বল হাতেও ভেলকি দেখান এই অলরাউন্ডার। ৯ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৬৯ রান সংগ্রহ করে দক্ষিণ আফ্রিকা। এরপর বৃষ্টি শুরু হয়।

বেশ কিছুক্ষণ বৃষ্টির পর আবারও খেলা শুরু হয়। তবে ওভার কমিয়ে ১৪ ওভারে ১৪২ রানের নতুন লক্ষ্য পায় প্রোটিয়ারা। ফলে ৩০ বল থেকে ৭৩ রান প্রয়োজন হয় দক্ষিণ আফ্রিকার।

এসময় ক্রিজে ছিলেন হেনরিখ ক্লাসেন ও ট্রিস্টান স্টাবস। ইনিংসের দশম ওভারে বোলিংয়ে আসেন শাদাব খান। এই ওভারে এক ছয় ও এক চারে ১৪ রান তুলে প্রোটিয়ারা। এরপর ১১ তম ওভারে পর পর দুই চার মারেন হেনরিখ ক্লাসেন। ওভারের পঞ্চম বলে উড়িয়ে মারতে গিয়ে মোহাম্মদ ওয়াসিমের হাতে ধরা পড়েন তিনি। দলীয় ৯৪ রানে ৯ বলে ১৫ রান করে আউট হন ক্লাসেন।

শেষ তিন ওভারে জয়ের জন্য ৪৭ রান প্রয়োজন হয় প্রোটিয়াদের। ক্লাসেনের বিদায়ের পর ক্রিজে আসেন ওয়ায়েন পার্নেল। ১২ তম ওভারের পঞ্চম বলে ওয়ায়েন পার্নেলকে আউট করেন মোহাম্মদ ওয়াসিম। এই ওভার থেকে মাত্র ৪ রান সংগ্রহ করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ফলে শেষ দুই ওভারে ৪৩ রান প্রয়োজন হয় প্রোটিয়াদের।

ইনিংসের ১৩ তম ওভারে বোলিংয়ে আসেন নাসিম শাহ্। প্রথম দুই বল থেকে দেন ২ রান। পরের বল ডট করেন নাসিম। ওভারের চতুর্থ বলে উড়িয়ে মারতে গিয়ে স্কয়ার লেগে থাকা ওয়াসিমের হাতে ধরা পড়েন ট্রিস্টান স্টাবস। ১৮ বলে ১৮ রান করে আউট হন তিনি। পরের দুই বল ডট করেন নাসিম। এতেই ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় প্রোটিয়ারা।

শেষ ওভারে জয়ের জন্য ৪১ রান প্রয়োজন হয় দক্ষিণ আফ্রিকার। ওভারের দ্বিতীয় বলে রান আউট হয়ে ফিরে যান রাবাদা। এরপর চতুর্থ বলে এনরিখ নর্টজেকে আউট করেন হারিস রউফ। শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেট হারিয়ে ১০৮ রান সংগ্রহ করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ফলে ৩৩ রানে জয় পায় পাকিস্তান। পাকিস্তানের পক্ষে শাহিন আফ্রিদি ৩ ও শাদাব খান নেন ২ উইকেট। এই জয়ের ফলে বিশ্বকাপে টিকে থাকলো পাকিস্তান।

লড়াই করেও হারল বাংলাদেশ

শক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে লড়াই করেও হেরে গেল বাংলাদেশ দল।

শেষ ওভারে ২০ রান তাড়ায় ১২ রানের বেশি স্কোর বোর্ডে জমা করতে পারেননি নুরুল হাসান সোহান ও তাসকিন আহমেদ। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ৫ রানের জয় পায় ভারত।

ভারতের বিপক্ষে উড়ন্ত সূচনা করেছিল বাংলাদেশ। ৭ ওভারে ৬৬ রান করে জয়ের পথেই ছিল টাইগাররা। কিন্তু বৃষ্টির কারণে সব শেষ হয়ে যায়।

বৃষ্টির পর খেলা গড়ায় কার্টল ওভারে। ১৬ ওভারে লক্ষ্য নির্ধারিত হয় ১৫১ রানে। বৃষ্টির আগে ৭ ওভারে ৬৬ রান করা বাংলাদেশের জয়ে পরের ৯ ওভারে প্রয়োজন ছিল ৮৫ রান।

কিন্তু বৃষ্টিতে আউট ফিল্ড ভিজে যাওয়ায় আস্কিং রান রেট তাড়া করে জয়ের বন্দরে নোঙর ফেলতে পারেনি বাংলাদেশ।

বিনা উইকেটে ৬৮ রান করা বাংলাদেশ এরপর ৪০ রানের ব্যবধানে ৬ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে কার্যত ছিটকে যায়।

শেষ দিকে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান নুরুল হাসান সোহান ও তাসকিন আহমেদ টুকটুক করে হারের ব্যবধান কমালেও দলকে কাঙ্খিত জয় উপহার দিতে পারেননি। বাংলাদেশ থামে ১৬ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৫ রানে। ভারত জয় পায় মাত্র ৫ রানে।